CENTRE FOR HEALTH AND POPULATION RESEARCH

SUZY news

বর্ষ ২ সংখ্যা ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৫

বাংলাদেশে ডায়রিয়া নিরাময়ে শিশুদের জন্য জিঙ্ক-এর ব্যাপ্তিবর্ধন (সুজি) প্রকল্প-এর নিউজলেটার

সুপ্রিয় পাঠক,

'সুজি নিউজ'-এর তৃতীয় সংখ্যায় আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ। ডায়রিয়া-আক্রান্ত শিশুদের জিংক চিকিৎসা প্রদান এবং জাতীয় পর্যায়ে-এর সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়ন একটি দুরূহ কাজ। সুতরাং এর সফল বাস্তবায়নের জন্য সকল সহযোগী সংস্থার ক্রমাগত সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। যেসব সংস্থা এই প্রকল্পকে সাহায্য সহযোগিতা করে আসছেন 'সুজি নিউজ'-এর মাধ্যমে আমরা তাদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

'সুজি নিউজ'-এর এই পর্বে বিগত ছয় মাসে প্রকল্পের যেসব কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে ও আগামীতে যা হতে যাচ্ছে সে বিষয়ে আপনাদের জানাতে চাই। প্রিয় পাঠকদের অবগতির জন্য এ-সংখ্যায় আরো থাকছে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জিংকের ভবিষ্যৎ কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা।

বর্তমানে সুজি প্রকল্প-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হলো জিংক ডিসপারসিবল ট্যাবলেটটির গঠন প্রক্রিয়া রেজিস্টার করা এবং এর প্রযুক্তি স্থানান্তরের কাজ এগিয়ে নেওয়া। কিন্তু এখনও এটা সম্ভব হয়ে উঠেনি। এই মুহূর্তে প্রকল্পের সহযোগিদের কাছে এটি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারমূলক একটি কাজ। এ কাজটি সম্পাদনের পরই আমরা ফ্রান্সের নিউট্রিসেট-এর কাছ থেকে প্রাথমিকভাবে ওষুধ আমদানি করতে সমর্থ হব।

ডায়রিয়া ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত বেশিরভাগ প্রাথমিক ফরমেটিভ গবেষণা ও বর্ণনামূলক জরিপ শেষ হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে ডায়রিয়া ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ছিলো: শিশুদের ডায়রিয়া চিকিৎসায় তত্ত্বাবধায়কদের প্রাথমিক ব্যবস্থা গ্রহণ, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের চিকিৎসা পদ্ধতি, ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে পারিবারিক ব্যয় ও হাসপাতালসহ আনুষঙ্গিক খরচাদি। কভারেজ সার্ভের ফলাফলে দেখা গেছে গ্রামাঞ্চলে ডায়রিয়া চলাকালীন সময়ে শতকরা ৫৫% শিশুকে খাবার স্যালাইন দেওয়া হয়। ডায়রিয়াতে শতকরা ৫০% চিকিৎসকই ব্যবস্থাপত্রে এন্টিবায়টিক লিখে থাকেন। দেখা গেছে ৬০% পরিচর্যাকারী পাঁচ বছরের কম-বয়সী ডায়রিয়া-আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্যসেবা

(২য় পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন

'জিংক চিকিৎসাকে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া'

তারিখ: ১৭-১৮ এপ্রিল ২০০৫
স্থান: সাসাকাওয়া অডিটরিয়াম
আইসিডিডিআর,বি: সেন্টার ফর হেলথ অ্যান্ড পপুলেশন রিসার্চ
ঢাকা, বাংলাদেশ

আগামী ১৭-১৮ এপ্রিল ২০০৫ সুজি প্রকল্পের তত্ত্বাবধানে দ্বিতীয় আর্ন্তজাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই সম্মেলনে সুজি প্রকল্পের চলতি গবেষণাগুলোর ফলাফল এবং দেশী ও আন্তর্জাতিক বক্তাদের উপস্থাপনা তুলে ধরা হবে। তাছাড়া প্রতিদিন কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয়ের ওপর কর্মশালাও অনুষ্ঠিত হবে।

জিংক-বিশেষজ্ঞ এবং যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান জিংক নিয়ে কাজ করছে বা করেছে তাদের এ সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আমন্ত্রিত অতিথিদেরকে তালিকাভুক্ত হতে হবে। আপনি যদি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে চান তাহলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ই-মেইল অথবা ফ্যাক্সের মাধ্যমে যোগাযোগ করে আপনার নাম তালিকাভুক্ত করুন:

সুমনা লিজা
ইনফরমেশন ডিসেমিনেশন ম্যানেজার, সুজি প্রকল্প
আইসিডিডিআর,বি: সেন্টার ফর হেলথ অ্যান্ড পপুলেশন রিসার্চ
মাহখালী, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ
ই-মেইল: s_liza@icddrb.org
ফ্যাক্স: +(৮৮০২) ৮৮১১৫৬৮
(আসন সংখ্যা সীমিত)

'বেবি জিংক'-এর যোগাযোগ কৌশল

আমাদের যোগাযোগ কৌশলের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ডায়রিয়াজনিত অসুস্থতা নিরাময়ের জন্য জিংক ডিসপারসিবল ট্যাবটেল 'বেবি জিংক' ব্র্যান্ডের বাজার অবস্থান তৈরি। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে ডায়রিয়ার চিকিৎসায় জিংকের ভূমিকা একটি জটিল বিষয়, সে কারণেই জিংক সম্পর্কে এমন কিছু যোগাযোগ বার্তা (Message) তৈরি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে সহজে বোধগম্য, প্রাসঙ্গিক এবং তাদের কাছে আবেদন রাখতে পারে। এই উদ্দেশ্যে 'বেবি জিংক'-এর প্রচারকে অগ্রসর করার জন্য দু'টি কার্টুন চরিত্র তৈরি করা হয়েছে যার একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে। এই চরিত্র দু'টিকে 'সুস্বাস্থ্য', 'বন্ধুত্ব' এবং 'বিশ্বস্ততার' প্রতীক হিসেবে 'বেবি জিংক'-এর প্রচারণা ও বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা হবে। এই চরিত্র দু'টি সময়ের সাথে সাথে 'বেবি জিংক'-এর দূত হিসেবে সর্ব-সাধারণের মাঝে ব্যাপক ভাবে গ্রহণযোগ্যতা এবং বিশ্বস্ততা অর্জন করবে।

আমাদের বিবিধ প্রচারণা কৌশলে যা থাকছে:

- লোগো, মোড়ক এবং সৃজনশীল যোগাযোগ উপকরণ (Creative material) তৈরি
- শিশুদের ডায়রিয়ার চিকিৎসায় 'বেবি জিংক'-কে এসএমসি এবং আইসিডিডিআর,বি যে অবস্থানে দেখতে চায় তার পক্ষে গণমাধ্যম বার্তার ধারণায়ন ও তথ্য তৈরিতে সহায়তা করা
- সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়স্থল, দলভিত্তিক সমাবেশ, পথনাটকের মত বিভিন্ন ধরনের আন্তঃব্যক্তিক (Interpersonal) ও দলগত (Group) কার্যক্রম যা সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমের আওতায় পরে সেগুলিকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে একটি নির্ভরযোগ্য এবং ধারাবাহিক তথ্য এবং ধারণা সরবরাহ প্রক্রিয়া

(২য় পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

(১ম পৃঃ ১ম কলামের পর)

প্রদানকারীর কাছে নিয়ে যেয়ে থাকেন। তাদের মধ্যে ৯০% ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে পল্লী চিকিৎসকের কাছ থেকে সেবা নিয়ে থাকেন, যার কাছে থেকে প্রায়শই সেবা নেওয়া হয়। আর্থ-সামাজিক অবস্থাভেদে একটি শিশুর ডায়রিয়া চিকিৎসায় গড় ব্যয় শহরাঞ্চলে ৪০-১০০ টাকা এবং গ্রামাঞ্চলে ৩৫-৪২ টাকা। কিন্তু জিংক চিকিৎসার জন্য ব্যয় হবে ১২-১৫ টাকা যা বর্তমান ব্যয়সীমার মধ্যে।

ফরমেটিভ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে শিশুদের ডায়রিয়া-সংক্রান্ত, জনগণের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ-সংক্রান্ত অভ্যাস ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা-সংক্রান্ত স্থানীয় ধারণা ও বিশ্বাস সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় জানা যায়। এসব তথ্যের ভিত্তিতে একটি যোগাযোগ কমিটি গঠন করা হয়েছে, যার মূল উদ্দেশ্য হলো যোগাযোগের কিছু কৌশলাদি তৈরি করা। এই কমিটিতে রয়েছেন সুজি টিমের সদস্যগণ, বিজ্ঞানী, এসএমসি-র বিপণন বিশেষজ্ঞ এবং বিটোপি-র (একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থা) সদস্যগণ। এই নিউজলেটারে যোগাযোগ কৌশলাদি বিষয়ক আলোচনা করা হয়েছে।

প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারদের এর উন্নয়নের বিষয়াদি সম্পর্কে জানানো একটি জরুরি কাজ। তাদের সমর্থন জিংক চিকিৎসা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব ফেলে। গত ডিসেম্বরে শিশুবিশেষজ্ঞদের নিয়ে বেশ কিছু কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও সিভিল সার্জন এবং বিভাগীয় পরিচালকদের সমন্বয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিশুবিশেষজ্ঞ সমিতি এবং বাংলাদেশ চিকিৎসক সমিতির সদস্যদের নিয়ে একাধিক কর্মশালার পরিকল্পনা রয়েছে।

ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত ৩য় টেকনিক্যাল ইন্টারেস্ট গ্রুপের মিটিং-এ বরাবরের মতই প্রকল্পের উন্নতি সহায়ক বিভিন্ন ধরনের উপদেশ ও সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন কলাকৌশল আলোচনার মাধ্যমে উঠে এসেছে।

বর্তমানে আমরা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করছি। যার মূল বক্তব্য হলো 'জিংক চিকিৎসা জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া'। এই সম্মেলনে জিংক-সম্পর্কিত বিশদ আলোচনা করা হবে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ এবং বাজার বিশেষজ্ঞগণ তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করবেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি হলো: ডায়রিয়া ও নিউমোনিয়া চিকিৎসায় জিংক-এর ব্যবহার, সল্প-ব্যয়ে কার্যকর জিংক চিকিৎসা, ইত্যাদি। তাছাড়াও

সম্মেলনটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীদের, বিশেষ করে যাঁরা জিংক নিয়ে গবেষণা করছেন, সম্মিলিত অভিজ্ঞতার আলোকে জিংক সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য প্রশ্নাবলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ করে দেবে, যা একটি বিরল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে। তাঁদের অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা সমৃদ্ধ হবো এবং ডায়রিয়াতে জিংক চিকিৎসার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে পারবো। এর ফলে ডায়রিয়া ব্যবস্থাপনায় একটি স্থায়ী পরিবর্তন আসবে।

সম্পাদক
সুজি নিউজ

(১ম পৃঃ ৩য় কলামের পর)

প্রতিষ্ঠা করা

- স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের প্রশিক্ষণে ব্যবহার এবং বিতরণ এবং বিপণন কার্যক্রমের জন্য সামগ্রী তৈরি করা

যোগাযোগ কৌশলকে দু'টি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে রয়েছে পণ্যকে (Product) বাজারে নামানো। এ পর্যায়ে আট সপ্তাহব্যাপী জোরালো প্রচারণা প্রয়োজন। এই সময়ের মধ্যে 'বেবি জিংক' ট্যাবলেট-এর ব্যবহার এবং গুণাগুণ সম্পর্কে জনসাধারণ এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদেরকে জানানো হবে। এই প্রচারণার লক্ষ্য হচ্ছে ডায়রিয়াজনিত অসুস্থতার নতুন চিকিৎসা সম্পর্কে এর সম্ভাব্য ক্রেতাদেরকে স্বল্প-সময়ে অবগত করা, সেই সাথে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদেরকে জিংক চিকিৎসা প্রদান করার জন্য উৎসাহিত করা।

প্রথম পর্যায়ের প্রচারণা গতিশীল থাকতে থাকতেই তাকে আরো ত্বরান্বিত করতে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ হতে নেওয়া হবে। জাতীয় পর্যায়ে 'বেবি জিংক' ট্যাবলেট ব্যবহার, উপকারিতা এবং প্রাপ্যতা-সম্পর্কিত জ্ঞানের সর্বোচ্চ সচেতনতা তৈরি করতে সমন্বিত সামাজিক বিপণন প্রচারণা কার্যক্রমকে ব্যবহার করা হবে।

আমাদের প্রচারণাকে ফলপ্রসূ করতে, উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে নিম্নোক্ত বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হয়েছে:

- প্রাথমিক সেবাপ্রদানকারী, যেমন: মা-বাবা এবং দাদা-দাদী বা নানা-নানী
- বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী
- স্থানীয় নেতা
- শিক্ষক
- পরিবারের বয়োজেষ্ঠ্য ব্যক্তি (পরিবারভুক্ত আত্মীয়-অনাত্মীয়)
- ধর্মীয় নেতা

যদিও টেলিভিশন, রেডিও এবং সংবাদপত্র হবে প্রধানতম যোগাযোগ মাধ্যম, একই সাথে আমাদের উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য আন্তঃব্যক্তিক উঠান বৈঠক, পথনাটক, এবং চলমান ভিডিও ইউনিটের মতো সৃজনশীল মাধ্যমকেও ব্যবহার করবো।

আমাদের যোগাযোগে কৌশলের মূল প্রত্যাশা, মা-বাবারা যেন তাদের শিশুদের অসুস্থতা নিরাময়ের জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালান। আমরা জানি যে এরই মধ্যে খাবার স্যালাইন সম্পর্কিত তথ্যের মাধ্যমে আমাদের উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী ডায়রিয়াজনিত অসুস্থতা সম্পর্কে জানেন এবং এই রোগ শিশুদের জন্য কতটা মারাত্মক সে সর্ম্পকেও তারা মোটামুটি সচেতন। আমাদের অন্যতম লড়াই হবে এমন কিছু কৌশল প্রণয়ন করা যাতে করে ডায়রিয়াজনিত শিশু মৃত্যুর জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারগুলোর কাছে পৌঁছানো যায়। এই পরিবারগুলোই আবার মূল জনগোষ্ঠীর মধ্যে দরিদ্রতম এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় সবচেয়ে কম শিক্ষিত। আমাদের মূল উদ্দেশ্য, জিংক ট্যাবলেট সম্পর্কে লক্ষিত জনগোষ্ঠীকে উৎসাহিত করা। তার জন্য এদের জ্ঞান এবং সচেতনতার পার্থক্য অনুযায়ী যোগাযোগ কৌশল গ্রহণ করা।

- বিটোপি ও ফরমেটিভ রিসার্চ দল

শিশুর ডায়রিয়া চিকিৎসায় জিংক ও খাবার স্যালাইন

সুজি প্রকল্পের প্রশিক্ষণ দলের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

সুজি প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো ডায়রিয়ার চিকিৎসা হিসেবে দেশব্যাপী জিংক-এর ব্যবহার সম্প্রসারণ। আর এর সফল বাস্তবায়নে প্রয়োজন ব্যাপক সংখ্যক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ। এই কার্যক্রমের কার্যকর বাস্তবায়নে সুজি প্রকল্প স্বাস্থ্যসেবা খাতে সম্পৃক্ত সকল সরকারি, বেসারকারি ও ব্যক্তি মালিকানাধীন সেবাপ্রদানকারী সংগঠনসমূহের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউনিসেফ কর্তৃক সুপারিশকৃত ডায়রিয়ার চিকিৎসায় জিংক-এর অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি এখনও বাংলাদেশের অধিকাংশ সেবাদানকারীর কাছে অজানা। স্বাভাবিকভাবেই জিংক চিকিৎসার সম্প্রসারণ-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কী বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রয়েছে সে বিষয়ে সেবাদানকারীদের প্রশ্ন থাকবেই। এ-চিকিৎসার সম্ভাব্য পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া এবং চিকিৎসাটি নিরাপদ কিনা সে সম্পর্কেও তারা জানেতে চাইবে। জিংক চিকিৎসা বাস্তবায়নে সেবাদানকারীরা কী ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন এবং তা কীভাবে তাদের সেবাদান কার্যক্রমে বিরূপ প্রভাব ফেলে সে সম্পর্কেও সুজি টিমের সদস্যদের সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, কর্মশালা, সেমিনার, গোল-টেবিল বৈঠক, খোলামেলা আলোচনা, ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দল দেশব্যাপী স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীগণদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ হলো- জিংক-এর সাহায্যে চিকিৎসা প্রদান এবং এর প্রসার, সেই সাথে এর গোলানোর পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপত্র সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ। বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্যপ্রমাণের আলোকে প্রশিক্ষণ দলটি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের জিংক চিকিৎসার বিষয়ে অবহিত করবে এবং সুজি প্রকল্পের চলতি গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য জানাবে। সেবাদানকারীদের মাধ্যমে উপরোক্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে শিশু পরিচর্যাকারীদেরও জানানো আমাদের লক্ষ্য। তাছাড়া এই দল সেবাদানকারী কর্তৃক জিজ্ঞাসিত বিষয়সমূহ আলোচনা করবে।

ইতোমধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সেবাদান কার্যক্রমে সরাসরি সম্পৃক্ত সেবাদানকারীদের বেশ কিছু প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ হলো- পরিচর্যাকরী এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী কর্তৃক সচরাচর উত্থাপিত বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন সম্পর্কে সঠিক বার্তা প্রদান। এ পর্যন্ত এসএমসি-র বিপণন কর্মকর্তা, আইসিডিডিআর,বি ও পিএসকেপি-এর নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী এবং এনএসডিপি-র ডিপোহোল্ডার ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি প্রশিক্ষণ দলটি দেশের প্রধান শিশুবিশেষজ্ঞদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করেছে। ওইসব কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিলো জিংক চিকিৎসা-সংক্রান্ত সর্বশেষ অগ্রগতি এবং সাম্প্রতিক গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য সম্পর্কে তাঁদের অবহিত করা। শিশুবিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে আমরা তাঁদের অর্জিত বিভিন্ন অভিজ্ঞতা জেনেছি এবং তাঁদের সুপারিশও পেয়েছি। ২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় বিভিন্ন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের প্রায় ৮০ জন শিশুবিশেষজ্ঞ উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন ও উপদেশ তাঁদের সম্পৃক্ততা এবং নিয়মিত তাঁদের সাথে পরামর্শ করার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁরা বাংলাদেশ পেডিয়াট্রিক এসোসিয়েসন (বিপিএ) এবং বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন (বিএমএ)-এর মাধ্যমে সেমিনার আয়োজনের পরামর্শ দিয়েছেন যা অধিকাংশ শিশুবিশেষজ্ঞ এবং অন্যান্য চিকিৎসা বিশেষজ্ঞগণের একটি একক ফোরামে উপস্থিতি নিশ্চিত করবে এবং

ডিসেম্বর ২০০৪ সালে অনুষ্ঠিত শিশুবিশেষজ্ঞ কর্মশালা

নিম্নরূপ:

- ওজন ও বয়সভেদে সব শিশুদের কেন একই মাত্রায় ওষুধ দেওয়া হচ্ছে?
- ক্ষুধা বৃদ্ধিতে জিংক ব্যবহার করা যায় কি?
- জিংক কে ওভার দা কাউন্টার ওষুধ (ওটিসি) হিসেবে ব্যবহার করা হবে কি?
- অতিরিক্ত পরিমান জিংক দেওয়া হলে কী ধরনের ক্ষতি হতে পারে?
- জিংক কি খাবারের সাথে মিশিয়ে দেওয়া যায়?
- জিংক কি খাবার স্যালাইন অথবা বুকের দুধের সাথে মিশিয়ে দেওয়া যায়?
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউনিসেফ কোন নীতিমালার ভিত্তিতে প্রতিদিন ২০ মিলিগ্রাম জিংক সুপারিশ করেছে?
- খাবার স্যালাইনের প্যাকেটে জিংক চিকিৎসা সম্পর্কে এবং জিংক ট্যাবলেটের পাতায় খাবার স্যালাইন সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া যেতে পারে।
- জিংক ট্যাবলেটের পাতায় যেন 'চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য' কথাটি উল্লিখিত থাকে, ইত্যাদি।

কর্মশালা চলাকালীন শিশুবিশেষজ্ঞগণ প্রকল্পের প্রারম্ভে পরবর্তীতে জিংক সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে আরও সহজতর করে তুলবে। বাংলাদেশের শিশুদের সেবাদানের লক্ষ্যে সুজি প্রকল্প শিশুবিশেষজ্ঞদের সাথে দীর্ঘমেয়াদি কাজ করার জন্য অনেক উৎসাহ নিয়ে অপেক্ষা করছে। বাস্তবায়ন প্রকল্পে তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য এবং নতুন গবেষণা কার্যক্রম যথেষ্ঠ ভুমিকা রাখবে।

প্রশিক্ষণ দলটি বার্তা তৈরিতেও সম্পৃক্ত রয়েছে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে এসব বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তারা অবদান রাখবে। প্রশিক্ষণ দলটি প্রশিক্ষকদের ব্যবহারের জন্য একটি খসড়া প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল তৈরি করছে যার মাধ্যমে প্যারামেডিক ও স্বাস্থ্য সহকারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ব্যবহারের জন্য নানা ধরনের যোগাযোগ সরঞ্জামাদি যেমন- ভিডিও ক্লিপিং, স্টিকার ও পোস্টার তৈরিতেও তারা কাজ করছে। বিভিন্ন ধরনের এবং বিভিন্ন পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের জন্য নানা ধরনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে জিংক চিকিৎসার প্রসারের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দলটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

- প্রশিক্ষণ দল

জিংক ট্যাবলেটের নাম নির্ধারণ প্রক্রিয়া

কিছুদিন আগে এসএমসি এবং আইসিডিডিআর,বি জিংক ট্যাবলেটকে স্থানীয়ভাবে বাজারজাতকরণের জন্য এর একটি নাম নির্ধারণ করার কাজটি হাতে নেয়। এখানে বলতে হয় নাম নির্ধারণ করার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বা মনে রাখা উচিত, যেমন: নামটি পণ্যটির প্রতিরূপ উপস্থাপন/প্রকাশ করে কিনা, মানুষের পক্ষে মনে রাখা সহজ কিনা, যেন কোনো নেতিবাচক অনুভূতি বা অর্থবহন না করে এবং উচ্চারণে সহজ। সর্বোপরি, আমাদের মূল লক্ষ্য হলো ক্রেতাদের জন্য একটি অর্থপূর্ণ নাম নির্ধারণ করা যার মাধ্যমে এটা গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য বলে বোঝা যায়। বর্তমানে বাজারে পাওয়া যায় এরকম ২৪টি জিংক সিরাপের নামের সাথে পণ্যটির নতুন নামটির মোকাবেলা করতে হবে এবং নিজের স্থান তৈরি করে নিতে হবে। সে জন্য নির্দিষ্ট নামটি নির্ধারণের আর একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে এই নামের মাধ্যমে জিংক

জিংক ব্লিস্টার প্যাকেট

ট্যাবলেটকে বাজারে বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে অন্যান্য জিংক পণ্যের মাঝে নিজের অবস্থান তৈরি করে নিতে সহায়তা করা। এই বিষয়গুলো মনে রেখেই আমরা একটি নিয়মিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জিংক ট্যাবলেটের জন্য একটি নাম নির্ধারণ করেছি।

এই প্রক্রিয়ার প্রথম পদক্ষেপ ছিলো উপযুক্ত নাম নির্ধারণে সহায়তা করার জন্য একটি স্থানীয় সংস্থাকে নির্বাচন করা। এর জন্য একটি প্রস্তাবনা বিলি করা হয় এবং একটি প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এসি নেলসন নামে একটি স্থানীয় গবেষণা সংস্থা এই কাজের জন্য নির্বাচিত হয়। এসি নেলসনকে এই কাজের জন্য গুণগত (Qualitative) গবেষণা পদ্ধতি ও পরিমাণগত (Quantitative) গবেষণা পদ্ধতি সমন্বয়ে গবেষণা পরিচালনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

ব্র্যান্ড এর নাম নির্ধারণ করার প্রক্রিয়ার প্রারম্ভেই আইসিডিডিআর,বি এবং এসএমসি-র কয়েকজন সদস্য একত্রিত হয়ে কয়েকটি নাম প্রস্তাব করেন। এর পরপারই এসি নেলসন ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং বগুড়ায় বিভিন্ন ধরনের উত্তরদাতাদের নিয়ে দলীয় আলোচনার ব্যবস্থা করে। এই উত্তরদাতাদের মাঝে ছিলেন পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুর মা এবং বাবারা, বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীরা, এনজিও কর্মী এবং শিক্ষকতায় নিয়োজিত এমন ব্যক্তিরা। এই দলগত আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো হাতে যে নামগুলো আছে সেগুলোর গুণগত মান দেখা এবং আরো কিছু নতুন নাম খুঁজে আনা। আমাদের লক্ষ্য ছিলো এই প্রক্রিয়ার শেষে অন্ততঃ পাঁচটি নাম হাতে পাওয়া যা নিয়ে আমরা জরিপের জন্য অগ্রসর হতে পারি। দলীয় আলোচনার সময় আমরা নামের মাঝে যে জিনিসগুলোকে মূল্যায়ন করি সেগুলো হলো, নামের উচ্চারণ, আমাদের পাঁচ বছরের নীচের টার্গেট গ্রুপের কাছে এটা যে জিংক ট্যাবলেটের জন্য উপযুক্ত নাম তা সম্পর্কে তাদের ধারণা, নামটা মনে রাখা সহজ কিনা, নামটা কোনো নেতিবাচক অর্থবহন করে কিনা এবং নামটার মাঝে কতটা স্বাতন্ত্র্য আছে তা দেখা। আমরা এটাও খতিয়ে দেখেছি নামটা এই পণ্য যা কিনা ডায়রিয়াজনিত অসুস্থতার প্রতিষেধক এবং প্রতিরোধক উভয় হিসেবেই কাজ করবে তার জন্য কতটা উপযুক্ত। সবশেষে দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা উপরে আলোচিত বিষয়ের ভিত্তিতে নামগুলোকে মানের ক্রমানুসারে সাজিয়েছে।

দলীয় আলোচনার সময় আমরা অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে জিংক ট্যাবলেটের জন্য উপযুক্ত নাম সংক্রান্ত বিভিন্ন পরামর্শ লাভ করি। যেমন- তারা বলেন যেহেতু ওষুধটি শিশুদের জন্য সুতরাং এই ওষুধের নামের সাথে শিশু কথাটির সম্পর্ক থাকা উচিৎ। তারা আর যে অন্যান্য বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেন সেগুলো হলো, নামটি সংক্ষিপ্ত হতে হবে, মনে রাখা সহজ হতে হবে এবং শুনতে যেন বিদেশী নাম মনে না হয়। গবেষণার এই পর্যায়ে যে পাঁচটি নাম বেড়িয়ে আসে সেগুলো হলো বেবী জিংক, জিসিট, জেড ফিট/জী ফিট, জিংকি এবং ওরো জিংক।

এই গুণগত গবেষণার পরপরই আইসিডিডিআর,বি, এসএমসি, ইউএসএআইডি এবং এসি নেলসন একটি সেশনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে দলীয় আলোচনার ফলাফল মূল্যায়ন করে এবং বাছাই করা নামগুলোর যথোপযুক্ততা যাচাই করে। এই সেশনে সিদ্ধান্ত হয় ওরো জিংক নামটি বাদ দেওয়া হবে কারণ একই ধরনের অন্য নাম বাজারে প্রচলিত আছে এবং এই সাথে 'জিংকিউর' নামটি যোগ দেওয়া হয়।

জরিপ পরিচালনা করা হয় ছয়টি বিভাগে, ৫০০ উত্তরদানকারীর সাথে, যার মাঝে আছেন বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থানের ৩০০ জন বাবা-মা যাদের পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশু আছে এবং ২০০ জন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী। এখানে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন শহর ও গ্রাম এলাকার ওষুধ বিক্রেতা, মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করা ডাক্তার ও মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করা নন এমন ডাক্তর। উত্তরদাতাদেরকে মূলত গবেষণার প্রথম পর্যায়ের গুণগত গবেষণার অংশে যে বিষয়গুলো নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিলো সেগুলো নিয়েই প্রশ্ন করা হয়। আমরা এ-পর্যায়ে আরো খতিয়ে দেখলাম যে বিষয়টি তাহলো 'বেবী' বলতে তারা কী বোঝেন এবং এই শব্দটি কী গুরুত্ববহন করে।

ফলাফলে দেখা যায় প্রত্যেক বিভাগের বিশ্লেষণে ও মূল্যায়নে উত্তরদাতাদের মাঝে সবচেয়ে জনপ্রিয় নাম 'বেবী জিংক'। বেশিরভাগ উত্তরদানকারী জানিয়েছেন 'বেবী' বলতে তারা ০ থেকে ৫ বছর-বয়সী শিশুদের বোঝেন। সবশেষে এসএমসি এবং আইসিডিডিআর,বি বিজ্ঞাপনী সংস্থার সাথে একত্রে 'বেবী জিংক'-কে জিংক ট্যাবলেটের নাম হিসেবে নির্ধারণ করেছে।

- ফরমেটিভ রিসার্চ দল

যোগাযোগ

এই নিউজলেটার সম্বন্ধে অথবা সুজি প্রকল্প-এর বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন:

সুমনা লিজা
ইনফরমেশন ডিসেমিনেশন ম্যানেজার
সুজি প্রকল্প
আইসিডিডিআর,বি: সেন্টার ফর হেল্‌থ অ্যান্ড পপুলেশন রিসার্চ
মহাখালী, ঢাকা ১২১২
বাংলাদেশ

ই-মেইল: s_liza@icddrb.org
ফোন: (8802) 881 1751-60 (Extn. 2539)
ফ্যাক্স: (8802) 881 1568

আথবা

আমাদের ওয়েবপেজ দেখুন এই ঠিকানায়ঃ
http://www.icddrb.org/activity/SUZY.

পেজ লে-আউট, ডেস্কটপ ডিজাইন এবং প্রি-প্রেস প্রসেসিং:
মো: মাহ্‌বুব-উল-আলম